Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

তরুণ প্রজন্মের মধ্যে আকিদাগত সচেতনতা; সমস্যার মূল ও প্রতিকারমূলক দাওয়াহ কৌশল

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ছাবিকুন্নাহার নিসা

রোলঃ 23100120280

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

তরুণ প্রজন্মের মধ্যে আকিদাগত সচেতনতা; সমস্যার মূল ও প্রতিকারমূলক দাওয়াহ কৌশল

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ছাবিকুন্নাহার নিসা

রোলঃ 23100120280

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " তরুণ প্রজন্মের মধ্যে আকিদাগত সচেতনতা; সমস্যার মূল ও প্রতিকারমূলক দাওয়াহ কৌশল" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ছাবিকুন্নাহার নিসা, আইডিঃ 23100120280 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " তরুণ প্রজন্মের মধ্যে আকিদাগত সচেতনতা; সমস্যার মূল ও প্রতিকারমূলক দাওয়াহ কৌশল " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

ছাবিকুন্নাহার নিসা

আইডিঃ 23100120280

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় 6

ভূমিকা 6

দ্বিতীয় অধ্যায় 7

আকিদা — তাত্ত্বিক ভিত্তি ও প্রভাব 7

১.আকিদার শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ এবং এর মূল উৎসসমূহ: 7

২.ইসলামি আকিদার মূল স্তম্ভ ও ব্যক্তিজীবনে সহিহ আকিদার প্রভাব: 8

৩.আকিদাগত বিচ্যুতির স্বরূপ: শিরক, বিদআত ও কুফরের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ: 12

তৃতীয় অধ্যায় 15

তরুণ প্রজন্মের আকিদাগত সংকট ও বর্তমান চিত্র 15

৪.তরুণ সমাজের ধর্মীয় অস্থিরতা ও আকিদাগত বিচ্যুতির ধরন: 15

৫.নাস্তিকতা, সংশয়বাদ ও ধর্মবিমুখতার উত্থান: 15

৬.আত্মপরিচয় সংকট: 16

চতুর্থ অধ্যায় 17

সমস্যার মূল কারণ বিশ্লেষণ 17

৭.অভিভাবকদের অজ্ঞতা: 17

৮.ওলামা দূরত্ব: 17

৯.প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামি জ্ঞানের ঘাটতি ও সেক্যুলারিজমের প্রভাব: 20

১০.সোশ্যাল মিডিয়া ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অপসংস্কৃতি ও ভ্রান্ত আকিদার বিস্তার 20

১১.সঙ্গদোষ ও বিভ্রান্তিকর দল 21

১২.ষড়যন্ত্র: 23

১৩.ঐক্য না থাকা: 24

পঞ্চম অধ্যায় 25

দাওয়াহর রূপরেখা ও আদর্শ 25

১৪.দাওয়াহর পরিচয়, শরঈ গুরুত্ব ও মূলনীতি: 25

১৫.নবীজি (সা.) এর দাওয়াহ কৌশলের স্বরূপ ও শিক্ষা: 27

ষষ্ঠ অধ্যায় 29

প্রতিকারমূলক ও আধুনিক দাওয়াহ কৌশল 29

১৬.পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে দাওয়াহর গুরুত্ব: 29

১৭.মসজিদকে কেন্দ্র করে যুববান্ধব দাওয়াহ কার্যক্রম পরিচালনা: 31

১৮.ডিজিটাল দাওয়াহ: সোশ্যাল মিডিয়া, ইউটিউব ও পডকাস্টের সঠিক ব্যবহার: 32

১৯.হিকমাহভিত্তিক সংলাপ: আধুনিক সংশয় নিরসনে যুক্তিনির্ভর দাওয়াহ কৌশল: 33

২০.রোল মডেল তৈরি ও ইয়ুথ ক্যাম্পিং: তরুণদের মাধ্যমে তরুণদের দাওয়াহ: 34

সপ্তম অধ্যায় 35

সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং প্রতিবন্ধকতা 35

২১.আলেম, দাঈ ও অভিভাবকদের সমন্বিত ভূমিকা ও করণীয় 35

২২.ইসলামিক সংগঠন ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তরুণদের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ: 37

২৩.দাওয়াহ কার্যক্রমের প্রতিবন্ধকতা ও তা উত্তরণের উপায়: 37

অষ্টম অধ্যায় 39

উপসংহার ও তথ্যপুঞ্জিকা 39

২৪.উপসংহার 39

২৫.তথ্যপুঞ্জিকা 39

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

ইসলামি জীবনব্যবস্থার মূল ভিত্তি হলো আকিদা। আকিদা হলো সেই অটল বিশ্বাস, যার ওপর মানুষের আমল ও আখলাক দাঁড়িয়ে থাকে। একটি ইমারতের জন্য ভিত্তি যেমন অপরিহার্য, একজন মুমিনের জীবনের জন্য সহিহ আকিদাও ঠিক তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি বিজয়ের পিছনে সুদৃঢ় ঈমানের পাশাপাশি ছিল স্বচ্ছ আকিদার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ইসলামি জীবনব্যবস্থায় সহিহ আকিদা ছাড়া কোনো আমল বা ইবাদত আল্লাহ তায়ালার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তাই একজন মুমিনের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হলো তার সঠিক আকিদা ও ঈমান।

আমাদের তরুণ প্রজন্ম হলো একটি জাতির প্রাণশক্তি এবং আগামীর স্বপ্ন।বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় যে অমূল পরিবর্তন এসেছে, এর প্রতিফল সবচেয়ে বেশি এসেছে তরুণ প্রজন্মের ওপর। প্রযুক্তির জোয়ারে তরুণ প্রজন্ম যেমন অবারিত সুযোগের মুখোমুখি, তেমনি ভয়াবহ বুদ্ধিবৃত্তিক সংকটেরও সম্মুখীন। সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থা, অপসংস্কৃতি, ইন্টারনেটের উন্মুক্ত দুনিয়ায় বিচরণের কারণে তারা বিভিন্ন ধর্মীয় অপপ্রচারের শিকার হচ্ছে। বিশেষ করে বাংলাদেশে শিক্ষিত তরুণদের একটি বড় অংশ আজ আকিদাগত বিভ্রান্তিতে পরে আত্মপরিচয় সংকটে ভুগছে। মুসলিম পরিবারে জন্ম নিয়েও তারা ইসলামের মৌলিক আকিদা ও বিশ্বাসের যৌক্তিকতা নিয়ে সংশয়ে আচ্ছন্ন। এই উদ্বেগজনক প্রেক্ষাপটেই তরুণ প্রজন্মের মধ্যে আকিদাগত সচেতনতা তৈরির গুরুত্ব আজ যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আকিদা — তাত্ত্বিক ভিত্তি ও প্রভাব

১.আকিদার শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ এবং এর মূল উৎসসমূহ:

শাব্দিক অর্থ:
আকিদা শব্দটি আরবি 'আকদুন' মূলধাতু থেকে উৎপন্ন। এর শাব্দিক অর্থ হলো— গিঁট দেওয়া, মজবুত করা, দৃঢ়ভাবে বাঁধা বা চুক্তিবদ্ধ হওয়া, শক্ত হওয়া ইত্যাদি। আরবি ভাষাবিদ ইবনু ফারিস এই শব্দের অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন - ع،ق،د ধাতুটির মূল অর্থ একটিই। আর তা হলো দৃঢ়করণ, দৃঢ়ভাবে বন্ধন, ধারণ বা নির্ভর করা। শব্দটি যত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা সবই এই অর্থ থেকে গৃহীত।
পারিভাষিক অর্থ:
আহলুস সুন্নাহ ওআল জামায়াতে আকিদার সংজ্ঞা হলো- "আকিদা মানুষের এমন কতগুলো অভ্যাসকে বলা হয়, যা তারা মনে প্রাণে গ্রহণ করে এবং তার উপর জান প্রাণ দিয়ে অটল থাকে।"

সহজ কথায়, পবিত্র কুরআন ও সহিহ সুন্নাহর ভিত্তিতে মহান আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর গুণাবলি এবং অদৃশ্য জগতের বিষয়গুলোকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করাই হলো আকিদা।

সংজ্ঞা:
শরিয়তের পরিভাষায় ইসলামী আকিদা হলো, মহান আল্লাহ তায়ালা, তাঁর ফেরেশতাকূল, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, শেষ দিবস তথা মৃত্যু পরবর্তী যাবতীয় বিষয় ও তাকদীরের ভালো মন্দের প্রতি এবং আল কুরআনুল কারীম ও সহিহ হাদিসে উল্লেখিত দ্বীনের সকল মৌলিক বিষয়ের প্রতি অন্তরের সুদৃঢ় মজবুত ও বিশুদ্ধ বিশ্বাস।

উৎসসমূহ:

আকিদার একমাত্র উৎস ওহী। আকিদার মূল ভিত্তি হলো গায়েব বা অদৃশ্য জগতের বিষয়াবলি, যা মানুষের বুদ্ধি দিয়ে অনুধাবন করা অসম্ভব। অদৃশ্য বিষয়ে সঠিক ও চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত শুধু আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা ওহীর মাধ্যমেই জানা যায়।

রাসুল (সা) এর প্রতি ২ ভাবে ওহী প্রেরিত হয়েছে।

১.কিতাব বা কুরআন ।

২.হিকমাহ বা হাদিস।

২.ইসলামি আকিদার মূল স্তম্ভ ও ব্যক্তিজীবনে সহিহ আকিদার প্রভাব:

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন-

“রাসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমুহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। তারা বলে, আমরা তাঁর পয়গম্বরদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।” (সূরা আল-বাকারাহ: ২৮৫)।

উক্ত আয়াতের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, ইসলামি আকিদার মূল স্তম্ভ ৬ টি। যথা:-

১.মহান আল্লাহর সত্ত্বা, বিশেষন, মর্যাদার প্রতি বিশ্বাস।

২.ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস।

৩.নবীগনের প্রতি বিশ্বাস।

৪.কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস।

৫.মৃত্যু পরবর্তী জীবন- কবর, পুনরুত্থান, বিচার, জান্নাত, জাহান্নামের প্রতি বিশ্বাস।

৬.তাকদ্বীরের প্রতি বিশ্বাস।

ব্যক্তিজীবনে প্রভাব:

আকিদা কেবল কিছু তাত্ত্বিক বিষয়ের নাম নয়, বরং এটি মানুষের চিন্তা, চেতনা এবং কর্মের মূল চালিকাশক্তি। এটি অন্তরে প্রশান্তি আনে, আমলকে গ্রহণযোগ্য করে এবং জীবনকে অর্থবহ করে। আকিদা দুর্বল হলে মানুষ দুনিয়ার মোহে পড়ে এবং আমলেও উদাসীন হয়। তাই ব্যক্তিজীবনে সহিহ আকিদা বা সঠিক বিশ্বাসের প্রভাব অপরিসীম। উদাহরণস্বরূপ -

১.ইবাদতে একাগ্রতা ও নিষ্ঠা (ইখলাস):

আল্লাহ তায়ালা বলেন:-

"বলুন, আমার সালাত, আমার কোরবানি, আমার জীবন ও আমার মরণ সবকিছুই বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর জন্য।" (সূরা আন-আম: **১৬২**)

সহিহ আকিদার প্রধান শিক্ষা হলো তাওহীদ। যখন একজন মানুষের বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, লাভ-ক্ষতি, জীবন-মৃত্যু এবং রিজিকের মালিক একমাত্র আল্লাহ, তখন তার প্রতিটি কাজ কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই হয়। সে তখন কোনো কিছুকে পরোয়া করে না এবং লোক দেখানো ইবাদত (রিয়া) থেকে সে মুক্ত থাকে।

২.অন্তরের প্রশান্তি ও তাওয়াক্কুল:

সহিহ আকিদা মানুষকে শেখায় যে, সব ক্ষমতা আল্লাহ তায়ালার হাতে। রিজিক, মৃত্যু, সফলতা, বিপদ—কিছুই আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার বাইরে নয়। এই বিশ্বাস অন্তর থেকে দুশ্চিন্তা, হতাশা ও লোভ দূর করে দেয়। আল্লাহ বলেন, “যে আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট" (সুরা তালাক,৩)।

তাওহিদের আকিদা মানুষকে একমাত্র আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল করে। ফলে সে মানুষের প্রশংসা-নিন্দা, লাভ-ক্ষতিতে অস্থির হয় না। রাসূল ﷺ বলেন,

"মুমিনের বিষয়টি বড়ই আশ্চর্যের। তার সব অবস্থাই কল্যাণকর। যদি কল্যাণ লাভ করে, সে শোকর করে, আর যদি বিপদে পড়ে, সে ধৈর্য ধারণ করে"। সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৯।

৩. উন্নত চরিত্র ও নৈতিকতা গঠন:

আকিদায় আখিরাত বা পরকালের বিশ্বাস একজন মানুষকে নৈতিকভাবে শক্তিশালী করে। যার আকিদা সঠিক, সে জানে যে কিয়ামতের দিন তাকে প্রতিটি ছোট-বড় কাজের হিসাব দিতে হবে। এই ভয় ও আশা তাকে মিথ্যা, গিবত, আমানতের খিয়ানত এবং জুলুম থেকে দূরে রাখে।

কুরআনে আছে-

"যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ ভালো কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে, আর যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে।" (সূরা যিলযাল: ৭-৮)

৪. আমলের শুদ্ধতা:

আল্লাহ বলেন,

"নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে"(সূরা আল-আনকাবুত,৪৫)। সালাত কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত হলো সহিহ আকিদা। যদি আকিদায় শিরক বা বিদআত থাকে, তবে আমল নষ্ট হয়ে যায়। রাসূল ﷺ বলেন,

"যে ব্যক্তি এমন আমল করল যাতে আমাদের নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত"(সহিহ বুখারি, হাদিস: ২৬৯৭; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৭১৮)।

সুতরাং আকিদা বিশুদ্ধ না হলে ইবাদতের মূল্য থাকে না।

৫. নির্ভীকতা ও আত্মমর্যাদাবোধ:

সহিহ আকিদা পোষণকারী ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় পায় না। সে জানে সম্মান ও লাঞ্ছনা আল্লাহর হাতে। ফলে সে বাতিল বা অন্যায়ের সামনে মাথা নত করে না। এই বিশ্বাস মানুষের ভেতর প্রকৃত বীরত্ব ও আত্মমর্যাদা তৈরি করে।

৬.পাপাচার থেকে মুক্তি:

যখন অন্তরে আল্লাহর গুণাবলি (যেমন: তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা) সম্পর্কে সঠিক আকিদা থাকে, তখন মানুষ গোপনেও পাপ করতে লজ্জা পায়। সে অনুভব করে যে, নির্জনেও আল্লাহ তাকে দেখছেন। এই অনুভূতি তাকে পাপাচার থেকে বাঁচিয়ে রাখে।

৭.জীবনের উদ্দেশ্য ও দায়িত্ববোধ:

সহিহ আকিদা মানুষকে জানিয়ে দেয়, সে দুনিয়ায় খেল-তামাশার জন্য আসেনি। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আমি জিন ও মানুষকে শুধু আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি" ।(সূরা আয-যারিয়াত,৫৬)।

একটি আয়াত ব্যক্তির জীবনকে লক্ষ্যভিত্তিক করে দেয়। সে তখন বুঝতে পারে পড়াশোনা, চাকরি, পরিবার- সবকিছুই ইবাদতের অংশ হতে পারে, যদি নিয়ত বিশুদ্ধ হয়। আখিরাতের প্রতি ঈমান তাকে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী মোহ থেকে মুক্ত করে। আর রাসূল ﷺ বলেন, "দুনিয়াতে এমনভাবে থাকো যেন তুমি একজন মুসাফির"(সহিহ বুখারি, হাদিস: ৬৪১৬)। এই দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে দায়িত্বশীল, পরিশ্রমী ও আত্মসম্মানী করে তোলে।

৮.ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক দায়বদ্ধতা:

সঠিক আকিদা মানুষকে শেখায় যে সমস্ত মুমিন ভাই ভাই। এটি বংশীয় অহংকার বা বর্ণবাদ দূর করে মানুষের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে। এটি একজন ব্যক্তিকে অন্যের বিপদে এগিয়ে আসতে এবং সামাজিক কলহ মিটিয়ে ফেলতে উদ্বুদ্ধ করে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করবে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।" (সহিহ বুখারি)

সুতরাং আকিদা হলো একটি গাছের মূলের মতো। মূল যদি মজবুত ও সঠিক হয়, তবে তার শাখা-প্রশাখা অর্থাৎ মানুষের আমল এবং আচরণ সুন্দর ও ফলদায়ক হবে। ব্যক্তিজীবনে সহিহ আকিদা মানুষকে কেবল একজন ভালো মুসলিম হিসেবেই নয়, বরং একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। আকিদা সঠিক না হলে হাজারো ইবাদত বিফলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৩.আকিদাগত বিচ্যুতির স্বরূপ: শিরক, বিদআত ও কুফরের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ:

ইসলামি আকিদার বিশুদ্ধতা নষ্টকারী প্রধান তিনটি বিষয় হলো শিরক, বিদআত ও কুফর। এগুলো একজন মানুষের ঈমান ও আমলকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়। তরুণ প্রজন্মের জন্য এই তিনটি বিষয়ের স্বরূপ বোঝা অত্যন্ত জরুরি।

শিরক: শিরক শব্দের অর্থ অংশীদারিত্ব, মিলানো, সমকক্ষ করা, সমান করা ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালার সত্ত্বা বা গুনাবলিতে অন্য কাউকে শরীক করাকে শিরক বলা হয়। শিরক সবচেয়ে বড় এবং ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। আল্লাহ তায়ালা বলেন,
"আল্লাহর সাথে শরিক করো না, নিশ্চয়ই শিরক বড় জুলুম"।(সূরা লুকমান,১৩)
শিরকের কারণে যাবতীয় নেক ও সৎ আমল নষ্ট হয়ে যায় এবং জান্নাত চিরস্থায়ী হারাম হয়ে যায়। শিরককারীর জন্য রাসুল (সা) শাফায়াত করবেন না। অন্য পাপ করে তওবা ছাড়া মারা গেলে আল্লাহ তা'আলা চাইলে তাকে ক্ষমা করতে পারেন অথবা জাহান্নামে পাপের শাস্তি ভোগ করার পর কালিমার বদৌলতে এক সময় জান্নাতে পাঠাবেন। কিন্তু শিরক এমন মহাপাপ যা তওবা ব্যতীত কখনো ক্ষমা হয় না।
রাসূল (সা.) অত্যন্ত কঠোর ভাষায় বলেছেন-
"তুমি কোনকিছুকে আল্লাহর সাথ শরীক করো না। যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় এবং আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়"। (আল-আদাবুল মুফরাদ (ইমাম বুখারী), হাদিস নম্বর: ১৮।

শিরক ২ প্রকার।
১. শিরকে আকবার বা বড় শিরক।
২. শিরকে আসগার বা ছোট শিরক।

<u>শিরকে আকবার বা বড় শিরক:</u> শিরকে আকবারের হুকুম হলো, এটি মানুষকে ইসলামের গন্ডি থেকে বের করে দেয়। সেই ব্যক্তি যদি মৃত্যুর আগে তাওবা না করে এবং এই শিরকের ওপরই মার যায় তাহলে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামে যাবে। এ

ধরনের শিরকে লিপ্ত ব্যক্তির যাবতীয় নেক আমল ধ্বংস হয়ে যায়। তার সাথে কোনো সম্পর্ক রাখা যাবেনা; সকল সম্পর্কই ছিন্ন করতে হবে, যদিও সে নিকটাত্মীয় হোক না কেন।

শিরকে আসগার বা ছোট শিরক: এর হুকুম হলো, এটি মানুষকে ইসলামের গন্ডী থেকে বের করে দেয়না, কিন্তু তা কবিরাহ গুনাহ থেকে জঘন্যতম পাপ। এটি ব্যক্তির যাবতীয় নেক আমল নষ্ট করে দেয়না। এ ধরনের শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি কিছুদিনের জন্য জাহান্নামে গেলেও পরবর্তীতে তাকে জাহান্নাম থেকে চিরতরে মুক্তি দেওয়া হবে। এমন ব্যক্তির থেকে ততটুকুই সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে যতটুকু তার মধ্যে শিরক আছে।

বিদআত: বিদআত শব্দের অর্থ নতুন উদ্ভাবন। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ইন্তেকালের পর দ্বীনের মধ্যে নতুনভাবে কোনো বিশ্বাস বা ইবাদত উদ্ভাবন করাকে বিদআত বলা হয়। রাসুলুল্লাহ (সা) হলেন মানব জীবনের পূর্ণাঙ্গ আদর্শ ও বাস্তব নমুনা। তাঁর আদর্শ বাদ দিয়ে নিজেদের মতো করে নব্য ইবাদত শুরু করাই বিদআত। কারণ বিদআতের দ্বারা দ্বীনের প্রকৃত কাঠামো পরিবর্তিত হয়ে যায়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-
“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের ওপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।”(সূরা মায়িদা,৩)
আল্লাহ তায়ালার এই ঘোষণার মাধ্যমে ইসলাম পূর্ণাঙ্গ হয়ে গিয়েছে। এর বাহিরে নতুন করে সংযোজনের কোনো সুযোগ নেই। বর্তমানে প্রচলিত কিছু বিদআত হলো ঈদে মিলাদুন্নবী, মিলাদ, ওরস উৎযাপন, কবর পাকা করা, কবরে গিলাফ দেওয়া, মৃত ব্যক্তির ঘরে জিয়াফত করা ইত্যাদি।
রাসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করা থেকে বেঁচে থাকো, কারণ প্রত্যেক নতুন সৃষ্টি বিদআত, আর প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা"। আবু দাউদ, হাদিস: ৪৬০৭; তিরমিজি, হাদিস: ২৬৭৬।
তাই সহিহ আকিদা রক্ষার জন্য বিদআত চেনা এবং তা থেকে দূরে থাকা জরুরি।

কুফর: কুফর শব্দটির মূল অর্থ আবৃত করা। আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূলের ওপর এবং ইমানের রুকণগুলোতে বিশ্বাস না থাকাকেই ইসলামী পরিভাষায় কুফর বলা হয়। অস্বীকার, সন্দেহ, দ্বিধা, হিংসা, অহঙ্কার ইত্যাদি যে কোনো কারণে যদি কারো মধ্যে 'ঈমান' বা দৃঢ় প্রত্যয়ের বিশ্বাস অনুপস্থিত থাকে তবে তাকে ইসলামী পরিভাষায় 'কুফর' বলে গণ্য করা হয়। অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কাউকে কোনো বিষয়ে তাঁর সমতুল্য বা সমকক্ষ বা তাঁর সাথে তুলনীয় বলে বিশ্বাস করার মাধ্যমে আল্লাহর একত্ব ও অতুলনীয়ত্ব অস্বীকার করাও কুফর। তবে এ পর্যায়ের কুফরকে ইসলামী পরিভাষায় শিরিক বলা হয়।

কুফরকে ২ ভাগে ভাগ করা হয়।

১. কুফরে আকবার।

২. কুফরে আসগার।

কুফরে আকবার বা বড় কুফর: এটি মানুষকে ইসলামের গন্ডি থেকে বের করে দেয় এবং সে ব্যক্তি কাফিরে পরিণত হয়। ফলস্বরূপ সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হয়।

কুফরে আসগার বা ছোট কুফর: এটি মানুষকে ইসলামের গন্ডি থেকে বের করে দেয় না বরং তাকে পাপী মুসলিম হিসেবে গন্য করা হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

তরুণ প্রজন্মের আকিদাগত সংকট ও বর্তমান চিত্র

৪.তরুণ সমাজের ধর্মীয় অস্থিরতা ও আকিদাগত বিচ্যুতির ধরন:

বর্তমান তরুণ প্রজন্মের একটি বড় অংশ মানসিকভাবে অস্থির। তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তি নড়বড়ে হওয়ার পেছনে বেশ কিছু ধরণ লক্ষ্য করা যায়:
ক.সিলেক্টিভ রিলিজিয়ন: ধর্মের যেসব বিধান আধুনিক জীবনযাত্রার সাথে মানানসই, সেগুলো গ্রহণ করা এবং বাকিগুলোকে (যেমন: পর্দা, সুদের নিষেধাজ্ঞা, হদ কায়েম, উত্তরাধিকার আইন ইত্যাদি) সেকেলে বলে বর্জন বা এড়িয়ে চলা।
খ.সাংস্কৃতিক ইসলাম: ইসলামকে কেবল মিলাদ, ঈদ বা পারিবারিক ঐতিহ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা; কিন্তু ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামের আকিদাগত প্রভাবকে অস্বীকার করা।
গ.উদারতাবাদ ও আপসকামিতা: 'সব ধর্মই সমান' কিংবা 'বিশ্বাস যার যার, উৎসব সবার'-এই জাতীয় অস্পষ্ট ধারণার প্রবলে মুসলিমরা স্বকীয়তা ও সহিহ আকিদার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা।

৫.নাস্তিকতা, সংশয়বাদ ও ধর্মবিমুখতার উত্থান:

বর্তমান সময়ে তরুণদের মধ্যে ঈমানি দুর্বলতা ও বিশ্বাসের সংকটের তিনটি প্রধান রূপ দেখা যায়। এগুলো হলো:
ক.নাস্তিকতা(Atheism): এটি হলো সরাসরি স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। অনেক তরুণ মনে করে বিজ্ঞান ও ধর্ম একে অপরের বিরোধী। তারা মনে করে বিজ্ঞান যেহেতু সবকিছু প্রমাণ করতে পারে, তাই যা চোখে দেখা যায় না (যেমন: আল্লাহ, ফেরেশতা, পরকাল) তার কোনো অস্তিত্ব নেই। ইন্টারনেটে নাস্তিক্যবাদী বিভিন্ন চটকদার যুক্তি পড়ে অনেক তরুণ বিভ্রান্ত হচ্ছে এবং মনে করছে ধর্ম মানেই হলো প্রাচীন কিছু অন্ধবিশ্বাস।

খ.সংশয়বাদ(Skepticism): সংশয়বাদীরা সরাসরি নাস্তিক নয়, তবে তারা সবসময় সন্দেহের মধ্যে থাকে। তাদের মনে নানা রকম প্রশ্ন ঘোরে, যেমন— "ইসলামই যে সত্য ধর্ম তার প্রমাণ কী?" অথবা "দুনিয়াতে এত অন্যায়-অবিচার কেন?"। যখন তারা এই প্রশ্নগুলোর সঠিক ও যৌক্তিক উত্তর পায় না, তখন তারা এক ধরণের দোদুল্যমান অবস্থায় পড়ে যায়। তারা বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের মাঝখানে আটকে থাকে, যা তাদের ইবাদত ও দ্বীনের পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।
গ.ধর্মবিমুখতা(Irreligion): এটি বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় সমস্যা। অনেক তরুণ মুখে বলে তারা মুসলিম, কিন্তু তাদের বাস্তব জীবনে ইসলামের কোনো প্রভাব নেই। তারা ধর্মকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না। তারা ক্যারিয়ার, বিনোদন এবং দুনিয়াবি ভোগবিলাসে এতটাই মগ্ন থাকে যে, পরকাল বা আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার কথা তারা ভুলেই যায়। তাদের কাছে ধর্ম হলো কেবল সামাজিক কিছু অনুষ্ঠান, কিন্তু জীবন চলার আদর্শ নয়।

ঘ.নৈতিক স্বাধীনতার দোহাই: অনেক ক্ষেত্রে তরুণরা আকিদাগত কারণে নয় বরং নিজের প্রবৃত্তির গোলামি করার জন্য ধর্ম ত্যাগ করতে চায়। ইসলামের বিধানকে তারা বন্দিত্ব মনে করে। এই তথাকথিত ব্যক্তি স্বাধীনতা ভোগ করার জন্যই তারা ধর্মবিমুখ হয়ে পড়ে।

৬.আত্মপরিচয় সংকট:

বর্তমান তরুণরা এক ধরণের মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগছে যে, তারা আসলে কে এবং তাদের আদর্শ কী হওয়া উচিত। এটি মুলত হয়ে থাকে পাশ্চাত্যের অনুকরণের কারণে। গ্লোবালাইজেশনের প্রভাবে তরুণরা মনে করে আধুনিক হওয়া মানেই পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুসরণ করা। ফলে তারা নিজেদের মুসলিম পরিচয়ের চেয়ে আধুনিক লাইফস্টাইলকে বড় করে দেখে। নিজেদের শিকড় ও ইসলামি ইতিহাস সম্পর্কেও না জানার কারণে তারা হীনমন্যতায় ভোগে।
এছাড়াও একদিকে পারিবারিক মুসলিম ঐতিহ্য অন্যদিকে সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থা ও মিডিয়ার প্রচার—এই দুইয়ের মাঝে পড়ে তরুণরা স্থির করতে পারছে না যে, তারা

পুরোপুরি ধার্মিক হবে নাকি পুরোপুরি আধুনিক হবে। এই দোটানাই তাদের আকিদাকে নড়বড়ে করে দেয়।

চতুর্থ অধ্যায়

সমস্যার মূল কারণ বিশ্লেষণ

তরুণ প্রজন্মের আকিদাগত বিচ্যুতির পেছনে কোনো একটি কারণ এককভাবে দায়ী নয়, বরং বেশ কয়েকটি কারণের সম্মিলিত প্রভাব রয়েছে। এগুলো হলো-

৭.অভিভাবকদের অজ্ঞতা:

অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবকরা নিজেরাও বিশুদ্ধ আকিদা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখেন না। ফলে তারা সন্তানদের মনে আসা ধর্মীয় প্রশ্ন বা সংশয়গুলোর সঠিক সমাধান দিতে পারেন না। পাশাপাশি তারা তাদের প্রাত্যহিক জীবনেও আকিদার খুব একটা চর্চা রাখেন না। ফলস্বরূপ, ছেলেমেয়েরা তাদের অভিভাবকদের এসব চিত্র দেখেই বড় হয় এবং তা নিজেদের মধ্যে লালন করে। তাছাড়া সন্তানদের দ্বীন শেখার ব্যাপারেও অভিভাবকদের যথেষ্ট গাফিলতি লক্ষ্য করা যায়। সন্তানদের ক্যারিয়ার ও জাগতিক সফলতার পেছনে অভিভাবকরা যতটা সময় দেন, ঈমান ও আকিদার বুনিয়াদি শিক্ষার পেছনে ততটা সময় দেন না। সকালে ঘুম থেকে উঠে বাচ্চাদেরকে স্কুলে পাঠান কিন্তু মক্তব বা অন্য কোন ধর্মীয় শিক্ষালয়ে তাদেরকে পাঠান না। ফলে সন্তানরা ছোটবেলা থেকেই 'আল্লাহ কে', 'কেন আমরা মুসলিম', "আমাদের মুসলিমদের লক্ষ্য কি"—এই মৌলিক প্রশ্নগুলোর উত্তর না জেনেই বড় হচ্ছে।

৮.ওলামা দূরত্ব:

আলেমরা হলেন দ্বীনের পাওয়ার হাউজ। যেহেতু দ্বীনের ভিত্তি হল কুরআন-সুন্নাহ; কাজেই কুরআন-সুন্নাহ'য় যারা পারদর্শী তারাই সর্বযুগে দীনের কেন্দ্রস্থল হবে- এটা

একদম স্বাভাবিক। কুরআন- সুন্নাহর ইলমধারী আলেমদের তুলনায় কুরআন-সুন্নাহর ইলমে ব-কলম লোকেরা দীন বেশি বুঝবে, সুস্থ বিবেক এটা মানতে পারে না। সুতরাং কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী চলতে চাইলে সাধারণ মানুষ এবং তরুণদেরকে আলেমদের কাছেই আসতে হবে। এক্ষেত্রে আলেমরা হলেন দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন আর তরুণরা হলেন অন্ধ। দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি পথ চলবেন আর অন্ধ ব্যক্তি সেই ব্যক্তির অনুসরণ করবেন। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে তরুণদের মধ্যে ওলামা বিদ্বেষ বেশি দেখা যায়, তারা মনে করেন ওলামাগণ ভূল এবং তারা ভূল ব্যাখ্যা করে থাকেন আর তরুণরা নিজেরাই ঠিক।

যদিওবা কিছু নামধারী আলেম আছেন, যারা দ্বীন কে বিক্রি করে নিজেদের মতো ব্যাখ্যা এবং ফতওয়া দিয়ে থাকেন কিন্তু হক্কানী আলেমগণ আমাদের রাহবার। তাদের থেকে দূরত্ব রেখে নিজেদের দ্বীনের ওপর অটল রাখা সম্ভব নয়। এছাড়াও আলেমগন এবং তরুণদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হওয়ার আরো কিছু কারণ লক্ষ্য করা যায়। যেমন-
ভাষাগত ও উপস্থাপনাগত পার্থক্য: বর্তমান সময়ের শিক্ষিত তরুণরা যুক্তি ও বিজ্ঞানের ভাষায় কথা বলতে পছন্দ করে। অনেক ক্ষেত্রে আমাদের শ্রদ্ধেয় আলেমদের ভাষা বা আলোচনার ধরণ তেমন না হওয়ায় আধুনিক শিক্ষিত তরুণরা সেগুলোর সাথে নিজেদের সংযোগ করতে পারে না।
যুগোপযোগী বিষয়ের অভাব: তরুণরা যখন ইন্টারনেটে ছড়ানো জটিল আকিদাগত প্রশ্ন বা আধুনিক সমস্যা নিয়ে আলেমদের কাছে যায়, অনেক সময় তারা সেখান থেকে সন্তোষজনক উত্তর পায় না। এর ফলে তারা বিকল্প বা ভুল উৎসের দিকে ঝুঁকে পড়ে।
দূরত্ব ও ভীতি: আলেমদের সম্পর্কে মিডিয়ার নেতিবাচক প্রচার এবং আলেমদের সাধারণ মানুষের থেকে দূরত্ব থাকার কারণে তরুণরা তাদের সাথে মন খুলে কথা বলার সাহস পায় না। তারা মনে করে আলেমরা হয়তো কেবল ভুল ধরবেন বা কঠোরতা করবেন।
তথ্যপ্রযুক্তিতে পিছিয়ে থাকা: অধিকাংশ বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে ইউটিউব বা ফেসবুকের মাধ্যমে। কিন্তু সে তুলনায় হক্কানী আলেমদের উপস্থিতি এই প্ল্যাটফর্মগুলোতে কম থাকায় তরুণরা ভুল প্রচারণার শিকার হচ্ছে এবং আলেমদের থেকে মানসিকভাবে দূরে সরে যাচ্ছে।

সুতরাং,তরুণরা যখন আলেমদের থেকে সঠিক দিকনির্দেশনা পায় না এবং নিজেদের মুসলিম পরিচয় নিয়ে হীনমন্যতায় ভোগে, তখনই তাদের আকিদাগত বিচ্যুতি ঘটা সহজ হয়ে যায়।

৯.প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামি জ্ঞানের ঘাটতি ও সেক্যুলারিজমের প্রভাব:

আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা মূলত কর্মসংস্থানমুখী, আদর্শিক নয়; কারণ-
সিলেবাসে ইসলামের অভাব:
সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামিয়াত বিষয়টিকে কেবল একটি গৌণ বিষয় হিসেবে রাখা হয়েছে। উচ্চশিক্ষায় আকিদা বা ইসলামি জীবনদর্শন নিয়ে পড়ার সুযোগ খুব কম। এছাড়া প্রায়মারি এবং হাইস্কুল লেভেলে ইসলাম শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হলেও সেই বইগুলোতে আকিদা বা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো ভালোভাবে শেখানো হয়না। নামে মাত্র ইসলামের কিছু বিষয় তুলে ধরা হয় সেখানে। ফলে, ছোটবেলা থেকেই ছাত্র-ছাত্রীরা ইসলামিক বিষয়গুলোর ব্যাপারে অজ্ঞ থেকে যায়।
সেক্যুলার চিন্তাধারা:
প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশে অনেক সময় এমন সব থিওরি বা মতবাদ শেখানো হয়, যা পরোক্ষভাবে ইসলামি আকিদার সাথে সাংঘর্ষিক। এটি তরুণদের মনে দ্বিমুখী চিন্তার জন্ম দেয়।

১০.সোশ্যাল মিডিয়া ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অপসংস্কৃতি ও ভ্রান্ত আকিদার বিস্তার

বর্তমান যুগ ডিজিটাল তথ্যের যুগ। বর্তমান তরুণদের দিনের বড় একটি অংশ কাটে সোশ্যাল মিডিয়ায় (Facebook, YouTube, TikTok)। তরুণ প্রজন্মের ধ্যান-ধারণা এখন পাঠ্যবইয়ের চেয়েও বেশি প্রভাবিত হয় সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে। তবে এই প্ল্যাটফর্মগুলো যেমন উপকারি, তেমনি আকিদাগত বিভ্রান্তি ছড়ানোর ক্ষেত্রেও এগুলো বড় হাতিয়ার হয়ে থাকে । সেখান থেকে তারা সহজেই প্রভাবিত হয়।
ভুল তথ্যের সহজলভ্যতা: ফেসবুক, ইউটিউব বা টিকটকের মতো প্ল্যাটফর্মগুলোতে কোনো সেন্সরশিপ বা যাচাইয়ের ব্যবস্থা নেই। ফলে যে কেউ ইসলাম সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার করতে পারে। নাস্তিক্যবাদী বা সংশয়বাদী বিভিন্ন গ্রুপ অত্যন্ত আকর্ষণীয় গ্রাফিক্স ও ভিডিওর মাধ্যমে ইসলামের মৌলিক আকিদা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। সাধারণ তরুণরা, যাদের দ্বীনি জ্ঞান খুব গভীর নয়, তারা এসব

চটকদার যুক্তি দেখে সহজেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। আর এই গ্রুপগুলোতে সদস্য সংখ্যা প্রচুর পরিমানে লক্ষ্য করা যায়।

অ্যালগরিদম ও ইকো-চেম্বার ইফেক্ট: সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যালগরিদম এমনভাবে তৈরি যে, একজন তরুণ একবার যদি কোনো ভ্রান্ত আকিদার ভিডিও দেখে, তার সামনে বারবার একই ধরণের বিভ্রান্তিকর কন্টেন্ট আসতে থাকে। এর ফলে সে একটি 'ইকো-চেম্বারের' মধ্যে আটকে যায় এবং মনে করতে শুরু করে যে—সে যা দেখছে তা-ই সঠিক। এভাবে তার মনে সহিহ আকিদা সম্পর্কে সন্দেহ দানা বাঁধে।

অপসংস্কৃতি ও পশ্চিমা জীবনবোধের প্রভাব: ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোতে প্রতিনিয়ত এমন সব লাইফস্টাইল বা সংস্কৃতি তুলে ধরা হয়, যা ইসলামি আকিদার সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। ভ্লগিং বা সেলিব্রিটি কালচারের মাধ্যমে অবাধ মেলামেশা, বিজাতীয় উৎসব এবং ভোগবাদী জীবনকে আধুনিকতা হিসেবে প্রচার করা হচ্ছে। এটি তরুণদের অবচেতন মনে এই ধারণা গেঁথে দিচ্ছে যে, ইসলামিক বিধানগুলো মানলে তারা আধুনিক হতে পারবে না।

সুতরাং, সোশ্যাল মিডিয়া বর্তমানে একটি আদর্শিক যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে, যেখানে সঠিক জ্ঞানের অভাবে আমাদের তরুণরা তাদের ঈমানি ঢাল হারিয়ে ফেলছে।

১১.সঙ্গদোষ ও বিভ্রান্তিকর দল

মানুষের বিশ্বাস ও আচরণের ওপর তার চারপাশের পরিবেশ এবং সহচরদের প্রভাব অপরিসীম। বিশেষ করে তরুণ বয়সে বন্ধুরা একে অপরের ওপর সবচেয়ে বেশি মানসিক প্রভাব বিস্তার করে থাকে। যদি কোনো তরুণের ঘনিষ্ঠ বন্ধু মহলে দ্বীন সম্পর্কে উদাসীনতা থাকে অথবা তাদের মাঝে সঠিক আকিদার অভাব থাকে, তবে সে-ও ধীরে ধীরে সেই একই চিন্তাধারায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। বর্তমান যুগে অনেক তরুণ বন্ধুদের কাছে স্মার্ট বা আধুনিক সাজার লোভে নিজেদের ধর্মীয় মূল্যবোধ ও আকিদাকে বিসর্জন দিয়ে দেয়। তারা মনে করে, ধর্ম পালন করলে বা আকিদা নিয়ে কঠোর থাকলে হয়তো বন্ধুরা তাদের সেকেলে ভাববে। একা হয়ে যাওয়ার ভয়ে বা বন্ধু মহলে জনপ্রিয় থাকার জন্য তারা এই ভুল সঙ্গ ত্যাগ করতে পারে না, যার ফলে সঙ্গদোষে পড়ে তাদের ঈমানি চেতনা দিন দিন দুর্বল হয়ে যায়।

অনেক সময় দেখা যায়, সঠিক পথপ্রদর্শক না থাকায় তরুণরা ভুল উৎস থেকে দ্বীন শেখার চেষ্টা করে এবং তাতে হিতে বিপরীত হয়। বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম ও মিডিয়ায় ইসলামকে একটি পশ্চাৎপদ ধর্ম হিসেবে দেখানোর যে পরিকল্পিত নেতিবাচক প্রচার চলছে, তার শিকার হয়েও তরুণরা আকিদাগত সংকটে পড়ে। বন্ধুদের মধ্যে কেউ একজন যদি এই সংকটে পরে যায় তাহলে ধীরে ধীরে বাকিরাও একই সংকটের মধ্যে পড়তে থাকে। তারা যখন প্রতিনিয়ত ইন্টারনেটে বা বিনোদনমূলক কন্টেন্টে ইসলামের নেতিবাচক উপস্থাপন দেখে, তখন তাদের মনে এমন ধারণা দেয় যে, ইসলামি আকিদা মেনে আধুনিক পৃথিবীতে সফল হওয়া সম্ভব নয়। বর্তমানে ইন্টারনেটে অনেক চতুর প্রচারক বা ওয়েবসাইট রয়েছে যারা খুব কৌশলে সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণ ঘটিয়ে আকিদাগত সংশয় ছড়ায়। তারা ধর্মের বিভিন্ন বিধানের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে তরুণদের মনে এমন সব সূক্ষ্ম প্রশ্ন তৈরি করে, যা যাচাই করার মতো পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকায় তারা সহজেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এইভাবে ভুল সঙ্গ এবং মিডিয়ার অপপ্রচার মিলে একজন তরুণের বিশ্বাসের দেয়ালকে তিলে তিলে ভেঙে ফেলে। তাই বিশুদ্ধ আকিদা ও ঈমান রক্ষায় প্রতিটি তরুণের জন্য সঠিক বন্ধু নির্বাচন করা এবং সবসময় নির্ভরযোগ্য ও হক্কানি আলেমদের সান্নিধ্যে থাকা অপরিহার্য।

এছাড়া বর্তমানে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর দল লক্ষ্য করা যায়, যারা তরুণদের মগজ ধোলাই করে তাদের নিজেদের দলে নিয়ে নেয়। এমন একটি বিভ্রান্তিকর দল হলো-"হিজবুত তাওহীদ"। হিজবুত তাওহীদের শাখা প্রশাখা প্রতিটি জেলায় ছড়িয়ে গিয়েছে। তারা বিভিন্ন জেলায় সভা-সমাবেশ, পত্রিকা ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তাদের মতবাদ প্রচার করে চলছে । দ্বীনের বিষয়ে স্বল্প জ্ঞান সম্পন্ন তরুণদেরকে তারা কুরআনের ভূল ব্যাখ্যা বুঝিয়ে বিভ্রান্ত করছে এবং তাদের আকিদাকে ধ্বংস করে ফেলছে। আরো কিছু বিভ্রান্তিকর দলের সাথে তরুণদেরকে সংযুক্ত থাকতে দেখা যায়। এগুলো হলো-
কাদিয়ানী, দেওয়ানবাগী ও ভণ্ড পীর, শিয়া, আহলে কুরআন ইত্যাদি।

১২.ষড়যন্ত্র:

কোন দেশ বা জাতির শক্তিমত্তা বা দুর্বলতার দিক জানতে হলে সেই দেশ বা জাতির তরুণ যুবকদের দিকে নজর দিলেই জানা যায়। যদি সেই জাতির তরুণ যুবকরা দ্বীনদার, উত্তম ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সভ্যতার মানে উন্নত হয় তাহলে সেই জাতির ভিত্তি তত মজবুত অবস্থানে থাকে। বহিশত্রু সহজেই তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

অপরদিকে কোন জাতির তরুণ যুবকরা যদি দ্বীনদারীতা, উত্তম ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী না হয় এবং তারা অশিক্ষিত, বর্বর, ক্ষমতার প্রতি উদাসীন হয় তাহলে সেই জাতির ভিত্তি তত দুর্বল হয়ে যায়। তাদের উদাহরণ হল দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার মতো। এবং সেই জাতি আস্তে আস্তে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। ইসলামের শত্রুদের কাছে তাদের অবস্থান থাকে খুবই দুর্বল। বর্তমানে আমরা সেই চিত্রই দেখতে পাচ্ছি। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা), সাহাবীগণ , তাবেঈ গন এবং পরবর্তী ইসলামিক খিলাফতের সময়ে মুসলিমদের একটা শক্তিশালী ভিত্তি ছিল। আজ সেই ভিত্তি দুর্বল হয়ে গিয়েছে। এর কারণ বহিঃশত্রু।

তারা বিভিন্ন মাধ্যমে তরুণদেরকে প্রভাবিত করছে। তরুণরা যেসব বিষয়ের মাধ্যমে সবথেকে বেশি প্রভাবিত হয় তা হল শিক্ষা ব্যবস্থা এবং মিডিয়া। শত্রুরা এগুলোর মাধ্যমেই তরুণদেরকে তাদের নিজেদের মতো করে নিয়ন্ত্রণ করছে। কারণ তরুণদের আকিদা বিশ্বাস দূর্বল করলে তাদেরকে সহজেই দ্বীনের বিষয়ে দুর্বল রাখা যাবে এবং সেই জাতিকে সহজেই ধ্বংস করা যাবে। ফলে তরুণরা তাদের সঠিক আকিদা থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে।

এছাড়াও মুসলিমদের নিজেদের মধ্যে অনেক ধরনের দ্বন্দ্ব থাকে যার মূল নিয়ন্ত্রণ থাকে বহিঃশত্রুদের হাতে। তরুণরা সেসব ষড়যন্ত্রের বিষয়ে না জানার কারণে এবং এসব দ্বন্দ্বের কারণে দ্বীনদার মুসলিম এবং আলেম ওলামা থেকে দূরে থাকে। ফলে তারা আকিদা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারে না।

১৩.ঐক্য না থাকা:

ইসলাম হলো ঐক্যের ধর্ম এবং এই ঐক্যের ভিত্তি হলো তাওহীদ ও আকিদা। এখানে শিরক, অনৈক্য ও বিভেদের সুযোগ নেই। আমাদের দ্বীন ইসলাম আমাদের অনৈক্য থেকে দূরে থাকতে এবং ঐক্যের মধ্যে থাকতে আদেশ করে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

“নিশ্চয়ই তোমাদের এই জাতি তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের পালনকর্তা, অতএব তোমরা আমারই ইবাদত করো। আর তারা নিজেদের কার্যকলাপে (ধর্মীয় বিষয়ে) পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে; তারা প্রত্যেকেই আমার কাছে ফিরে আসবে”(সূরা আম্বিয়া, ৯২-৯৩)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন-

তোমাদের এই দীন তো একই দীন। আর আমি তোমাদের রব, অতএব তোমরা আমাকেই ভয় করো। (সূরা মু’মিনুন, ৫২)

বিশুদ্ধ আকিদা অনৈক্য দূর করে এবং হিংসা বিদ্বেষ থেকে দূরে রাখে। আকিদা ও মাবুদ ভিন্ন হলে হিংসা বিদ্বেষ ছড়িয়ে পরে। বর্তমানে মুসলিম উম্মাহর বৃহত অংশ অনৈক্যের মধ্যে রয়েছে। কারণ তাদের মধ্যে বিশুদ্ধ আকিদা নেই।

বর্তমানে মুসলিমদের মধ্যে সুন্নত, নফল বিষয় নিয়ে প্রচুর মতানৈক্য দেখা যায় অথচ এগুলো ইখতিলাফি বিষয়। প্রত্যেকেই তাদের নিজেদের মতামতকেই একমাত্র সঠিক বলে মনে করে, অন্য ভাইদের মতামতকে কুফরের সাথে তুলনা করে। ফলস্বরূপ মুসলিমদের নিজেদের মধ্যেই দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। তরুণরা এসব দেখে প্রভাবিত হয় এবং দ্বীন ইসলাম বিষয়ে তাদের ওপর একটা খারাপ ধারণা জন্মায়।

পঞ্চম অধ্যায়

দাওয়াহর রূপরেখা ও আদর্শ

১৪.দাওয়াহর পরিচয়, শরঈ গুরুত্ব ও মূলনীতি:

আরবি ‘দাওয়াহ’ (الدعوة) শব্দটি ‘দা-আ’ (دعا) ক্রিয়ামূল থেকে উদ্ভূত। এর শাব্দিক অর্থ হলো—আহ্বান করা, ডাকা, দাওয়াত দেওয়া, প্রার্থনা করা বা কোনো কিছুর প্রতি আকৃষ্ট করা।

ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়, মানুষকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানানো, তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যের দিকে ডাকা এবং ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে সামগ্রিকভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথনির্দেশ করাকে দাওয়াহ বলা হয়। আর যিনি দাওয়াহ প্রদান করেন তাকে বলা হয় দায়ী (দাওয়াত প্রদানকারী)। এটি শুধুমাত্র আলিম বা ইমামদের জন্য বিশেষায়িত নয়; বরং প্রতিটি মুসলিম তার জ্ঞান এবং সক্ষমতা অনুযায়ী দায়ীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে এবং হওয়া উচিত।

দাওয়াহর শরঈ গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে ঘোষণা করেছেন দাওয়াহ এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের দায়িত্ব পালনের কারণে। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে-

"তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্য যাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দেবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে।" (সূরা আলে-ইমরান: ১১০)

মানবজাতির হেদায়েতের জন্য প্রেরিত প্রত্যেক নবী-রাসুলের মূল দায়িত্বই ছিল দাওয়াত প্রদান।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

"আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসুল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুতকে বর্জন করো।" (সূরা আন-নাহল: ৩৬)

দাওয়াহর কাজ সামাজিকভাবে ফরজে কেফায়া (যাতে একটি দল সার্বক্ষণিক নিয়োজিত থাকবে)। তবে বর্তমান প্রেক্ষাপটে যখন তরুণদের মাঝে আকিদাগত

বিভ্রান্তি চরমে, তখন সাধ্যানুযায়ী নিজের পরিবার ও পরিপার্শ্বে দাওয়াত দেওয়া প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজে আইন বা ব্যক্তিগত আবশ্যিক দায়িত্বে পরিণত হয়।

দাওয়াহর মূলনীতি:

সঠিক নিয়ত:

দাওয়াহর সর্বোচ্চ পূর্বশর্ত হলো নিয়ত—উদ্দেশ্যের বিশুদ্ধতা। নিয়ত অবশ্যই একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য হতে হবে; কোনো ব্যক্তিগত লাভ, সামাজিক স্বীকৃতি বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের জন্য নয়। ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী, নিয়ত ক্রিয়াকলাপের সারমর্ম নির্ধারণ করে।

তাওহিদকেন্দ্রিকতা:

দাওয়াহর প্রাথমিক ও মূল লক্ষ্য হলো মানুষকে আল্লাহর একত্ববাদের দিকে পরিচালিত করা। এর অর্থ শুধুমাত্র আল্লাহ এক এই বিশ্বাস নয়; বরং তাঁর সার্বভৌমত্ব, তাঁর একমাত্র উপাস্যতা এবং তাঁর সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব স্বীকার করা। নবীজি (সা.)-এর দাওয়াহ শুরু হয়েছিল এই মৌলিক বার্তা দিয়ে এবং সকল সামাজিক সংস্কার এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছিল।

কুরআন ও সুন্নাহ-নির্ভরতা:

দাওয়াহর বিষয়বস্তু অবশ্যই কুরআন এবং সুন্নাহর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। ব্যক্তিগত মতামত, দুর্বল হাদিস অথবা অপ্রমাণিত ঐতিহ্য প্রচার করা দাওয়াহর মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। দায়ীকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তার বিষয়বস্তু প্রামাণিক ও যাচাইকৃত উৎস থেকে আসছে।

প্রজ্ঞা (হিকমাহ) ও পদ্ধতির উপযুক্ততা:

সূরা আন-নাহল-এর উল্লেখিত আয়াতে প্রজ্ঞা এবং সুন্দর উপদেশের উল্লেখ দাওয়াহর পদ্ধতিগত দিকনির্দেশনা প্রদান করে। প্রজ্ঞা মানে শ্রোতাদের মানসিক অবস্থা, শিক্ষার স্তর, সাংস্কৃতিক পটভূমি এবং অবস্থান বিবেচনা করে বার্তা প্রদান করা। একই বিষয় বিভিন্ন দর্শকদের কাছে বিভিন্ন পদ্ধতিতে উপস্থাপন করতে হতে পারে।

নৈতিক সততা এবং ব্যক্তিত্ব:

দায়ীর ব্যক্তিগত জীবন এবং চরিত্র তার বার্তার কার্যকারিতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি নিজের জীবনে যা প্রচার করছেন তা অবশ্যই অনুশীলন করতে হবে। সততা, সত্যতা, বিনয় এবং দায়িত্বশীলতা একজন দায়ীর অপরিহার্য গুণাবলী। অসঙ্গতিপূর্ণ জীবনযাপন বার্তার বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করে।

১৫.নবীজি (সা.) এর দাওয়াহ কৌশলের স্বরূপ ও শিক্ষা:

মাক্কী পর্যায়ে দাওয়াহ (প্রথম তেরো বছর)

মক্কার সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত প্রতিকূল। মক্কার কুরাইশ সম্প্রদায় ছিল সম্পূর্ণভাবে মূর্তিপূজারক এবং তাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। এই পরিবেশে নবীজি (সা.) একটি সুচিন্তিত ও ধাপে ধাপে দাওয়াহ কৌশল অবলম্বন করেছিলেন।

প্রাথমিক পর্যায়: গোপনীয়তা এবং নির্বাচিত প্রচার (প্রথম তিন বছর):

দাওয়াহের প্রাথমিক পর্যায়ে নবীজি (সা.) বিশ্বস্ত এবং ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের কাছে ইসলাম প্রচার করেছিলেন। প্রথম মুসলিমদের মধ্যে ছিলেন আবু বকর আস-সিদ্দিক (রা.), খাদিজা বিনতে খুওয়ালিদ (রা.), আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) এবং জায়েদ ইবনে হারেসা (রা.)। এই কৌশলটি দুটি লক্ষ্য অর্জন করেছিল: প্রথমত, তীব্র বিরোধিতার মুখোমুখি হওয়ার আগে একটি মজবুত ভিত্তি তৈরি করা; দ্বিতীয়ত, গভীর আকিদাগত বোঝাপড়া সম্পন্ন করা যারা এই ধর্মের সারসত্য গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে।

প্রকাশ্য প্রচার পর্যায় (পরবর্তী দশ বছর):

আল্লাহর নির্দেশে নবীজি (সা.) প্রকাশ্যে দাওয়াহ শুরু করেছিলেন। এই পর্যায়ে তার কৌশলগুলো হলো-

- সামাজিক সকলস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছানো যেমন-রাজনৈতিক নেতা, ব্যবসায়ী, সাধারণ মানুষ, দাস-দাসী সবাই। এর ফলে সমাজের সকল শ্রেণী থেকে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

- ➢ ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং সংলাপের মাধ্যমে দাওয়াহ। নবীজি (সা.) প্রতিটি ব্যক্তির সাথে তাদের পটভূমি এবং বোঝাপড়ার স্তর অনুযায়ী কথা বলেছিলেন।
- ➢ কুরআনের বক্তৃতা শৈলী ব্যবহার করে বর্ণনা, প্রমাণ এবং যুক্তির মাধ্যমে শ্রোতাদের প্রভাবিত করা।
- ➢ নৈতিক অনড়তা বজায় রেখেও বিরোধীদের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন। মক্কার নেতাদের ক্রমাগত অত্যাচার সত্ত্বেও নবীজি (সা.) কখনো হিংসা বা প্রতিশোধের পথে যাননি।

মাক্কী পর্যায়ের ফলাফল ছিল গভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী। যদিও মক্কার প্রধান নেতারা ইসলাম গ্রহণ করেননি, তবুও হাজার হাজার মানুষ এই ধর্মকে আলিঙ্গন করেছিলেন এবং সর্বোচ্চ ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন।

মাদানী পর্যায়ে দাওয়াহ (পরবর্তী দশ বছর)

মদিনা ছিল একটি বহুজাতিক এবং বহুধর্মীয় সম্প্রদায়, যেখানে আউস ও খাজরাজ উপজাতি, ইহুদি সম্প্রদায় এবং মুনাফিকরা বাস করত। এই পরিস্থিতিতে নবীজি (সা.) একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের দাওয়াহ পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন।

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো স্থাপনা:

নবীজি (সা.)-এর প্রথম কাজ ছিল মসজিদে নববী নির্মাণ। এটি শুধুমাত্র নামাজের স্থান ছিল না; এটি হয়ে উঠেছিল শিক্ষা কেন্দ্র, প্রশাসনিক হেডকোয়ার্টার, সম্প্রদায়ের সমাবেশস্থল এবং সামাজিক সেবার কেন্দ্র। মসজিদের মাধ্যমে তিনি নিয়মিত শিক্ষা কর্মসূচি, ধর্মীয় আলোচনা এবং সামাজিক সংস্কার পরিচালনা করেছিলেন।

নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ এবং দায়িত্ব বিতরণ:

নবীজি (সা.) বুঝতেন যে টেকসই সামাজিক পরিবর্তনের জন্য প্রশিক্ষিত ও যোগ্য নেতৃত্বের প্রয়োজন। তিনি সাহাবাদের মধ্য থেকে বিভিন্ন দায়িত্বের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদের নির্বাচন করেছিলেন। মদিনা সনদ, যা ইসলামি ইতিহাসের প্রথম লিখিত চুক্তি, নবীজি (সা.) দ্বারা প্রণীত হয়েছিল। এটি মুসলিম, ইহুদি এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের অধিকার এবং দায়িত্ব নির্ধারণ করেছিল। এই চুক্তি প্রমাণ করে যে

নবীজি (সা.) শুধুমাত্র ধর্মীয় শিক্ষাই নয়; সামাজিক ন্যায়, সম্পত্তির নিরাপত্তা এবং বৈধ শাসনেও বিশ্বাস করতেন।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণ:

নবীজি (সা.) যাকাত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক তৈরি করেছিলেন। এটি দেখায় যে তাঁর দাওয়াহ শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক নয়; এটি সামগ্রিক মানব উন্নয়নকে লক্ষ্য করেছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রতিকারমূলক ও আধুনিক দাওয়াহ কৌশল

১৬.পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে দাওয়াহর গুরুত্ব:

পরিবার সমাজের মৌলিক একক এবং আকিদাগত সচেতনতার প্রথম স্থান। তরুণদের মধ্যে আকিদাগত সংকট মোকাবেলায় পরিবারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পিতামাতা এবং বয়স্কদের দায়িত্ব হলো তাদের সন্তান এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সঠিক আকিদার বীজ বপন করা।

আধুনিক যুগে পারিবারিক দাওয়াহর চ্যালেঞ্জ বেড়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং মিডিয়া থেকে আসা প্রভাব প্রায়শই ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক হয়। এই পরিস্থিতিতে পারিবারিক পরিবেশকে শক্তিশালী ও সুরক্ষিত রাখা অপরিহার্য।

পারিবারিক দাওয়াহর কৌশল:

- খোলা সংলাপ এবং শ্রবণের পরিবেশ তৈরি করা- তরুণদের যখন তাদের সন্দেহ, প্রশ্ন এবং বিভ্রান্তি প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হয়, তখন তারা বেশি গ্রহণশীল হয়। কঠোর আরোপ অপেক্ষা আলোচনা আরও কার্যকর।
- ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত স্থাপন- পরিবারের সদস্যরা যদি নিজেদের জীবনে ইসলামিক নীতি বাস্তবায়ন করেন, তাহলে তা তরুণদের উপর গভীর প্রভাব ফেলে। শব্দের চেয়ে কর্ম বেশি শক্তিশালী।

- যুগোপযোগী পদ্ধতি অবলম্বন করা- আধুনিক তরুণরা ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাদান পদ্ধতিতে সাড়া দেয় না। তাদের ভাষায়, তাদের মাধ্যমে (ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম) এবং তাদের চিন্তা পদ্ধতি অনুযায়ী আকিদা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।
- ধৈর্য এবং আশাবাদ বজায় রাখা- সমস্ত তরুণ একই গতিতে বিশ্বাসে পৌঁছায় না। তাদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা এবং প্রশ্নকে সম্মান করা এবং দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক গড়া অপরিহার্য।

প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে দাওয়াহ:

মসজিদ, ধর্মীয় স্কুল, যুব কেন্দ্র এবং সামাজিক সংগঠনগুলো তরুণদের কাছে পৌঁছানোর কার্যকর মাধ্যম। এই প্রতিষ্ঠানগুলো সংগঠিত ও পরিকল্পিত দাওয়াহ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

মসজিদভিত্তিক কার্যক্রম:

- নিয়মিত তালিম সেশন- যেখানে তরুণরা আকিদা এবং কুরআন-সুন্নাহ সম্পর্কে শেখে। এই সেশনগুলো কঠোর এবং বিরক্তিকর হওয়া উচিত নয়; বরং আকর্ষণীয় এবং অংশগ্রহণমূলক হওয়া চাই।
- প্রশ্নোত্তর সেশন এবং খোলা আলোচনা- তরুণদের তাদের সন্দেহ জিজ্ঞাসা করার প্রকাশ্য সুযোগ থাকলে তারা গোপনে সন্দেহান্বিত হতে থাকে না।
- দলীয় কার্যক্রম- যেখানে তরুণরা একে অপরের সাথে আকিদা নিয়ে আলোচনা করতে পারে এবং নেতৃত্ব দক্ষতা বিকাশ করতে পারে।
- পরিবার-কেন্দ্রিক কর্মসূচি- যা পিতামাতা এবং সন্তানদের একসাথে নিয়ে আসে এবং পারিবারিক আলোচনা সহজ করে।

১৭.মসজিদকে কেন্দ্র করে যুববান্ধব দাওয়াহ কার্যক্রম পরিচালনা:

মসজিদের ভূমিকা পুনর্সংজ্ঞায়িত করা:
ঐতিহাসিকভাবে, মসজিদ শুধুমাত্র নামাজের স্থান ছিল না; এটি ছিল কমিউনিটি সেন্টার, শিক্ষা কেন্দ্র এবং সামাজিক সমাবেশস্থল। আধুনিক যুগে অনেক মসজিদ এই বিস্তৃত ভূমিকা হারিয়েছে।
তরুণদের আকিদাগত সংকট মোকাবেলায় মসজিদকে পুনরায় সক্রিয় কমিউনিটি হাবে পরিণত করা প্রয়োজন। এর অর্থ শুধুমাত্র নামাজ নয়; বরং বিভিন্ন প্রোগ্রাম এবং কার্যক্রম আয়োজন করা।
যুববান্ধব দাওয়াহ কার্যক্রমের উপাদান
দক্ষ নেতৃত্ব
যুব কার্যক্রমের দায়িত্বে অবশ্যই এমন ব্যক্তিরা থাকবেন যারা তরুণদের মনোভাব বুঝেন, তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এবং আধুনিক চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে সচেতন।

বৈচিত্র্যময় প্রোগ্রাম
সাপ্তাহিক সেমিনার, মাসিক কর্মশালা, বার্ষিক শিবির এবং খেলাধুলা অনুষ্ঠান সবই যুবকদের মসজিদের সাথে সংযুক্ত রাখে। আকিদা শিক্ষা সব কার্যক্রমে অন্তর্নিহিত থাকা উচিত, কিন্তু উপস্থাপনা পদ্ধতি বৈচিত্র্যময় হওয়া চাই।

মেন্টরশিপ প্রোগ্রাম
অভিজ্ঞ এবং যুব সদস্যদের মধ্যে এক-এক সম্পর্ক (মেন্টরশিপ) তৈরি করা উচিত। এটি ব্যক্তিগত সংলাপের মাধ্যমে আকিদাগত সংকটের সমাধান করতে পারে

১৮.ডিজিটাল দাওয়াহ: সোশ্যাল মিডিয়া, ইউটিউব ও পডকাস্টের সঠিক ব্যবহার:

আধুনিক তরুণরা তথ্য গ্রহণের জন্য প্রথমত ডিজিটাল মাধ্যমের দিকে তাকায়। সোশ্যাল মিডিয়া, ইউটিউব, টিকটক এবং অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে তাদের সময় ব্যয় হয়। এই প্রবণতা অপরিবর্তনীয়, তাই এই মাধ্যমগুলোকে সুযোগে ব্যবহার করা বুদ্ধিমত্তার কাজ।

প্রতিটি মাধ্যমে দাওয়াহের কৌশল

সোশ্যাল মিডিয়া (ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টিকটক):

এই প্ল্যাটফর্মগুলোতে আকিদার সংক্ষিপ্ত, আকর্ষণীয় বার্তা শেয়ার করা যায়। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বিষয়বস্তুর গুণমান এবং সামঞ্জস্য বজায় রাখা। একটি আয়াত শেয়ার করা ভালো, কিন্তু প্রতিদিন বিভিন্ন ভাবে একই বার্তা পুনরাবৃত্তি করা আরও কার্যকর।

ভিজ্যুয়াল কন্টেন্ট (ইনফোগ্রাফিক্স, ভিডিও) টেক্সটের চেয়ে বেশি কার্যকর। একটি সুন্দর ডিজাইনের সাথে একটি কুরআনিক আয়াত শেয়ার করলে তা অনেক বেশি মানুষের কাছে পৌঁছায়।

ইউটিউব এবং দীর্ঘ-ফর্ম ভিডিও:

এখানে বিস্তারিত আলোচনা, সেমিনার, বক্তৃতা এবং শিক্ষামূলক সিরিজ আপলোড করা যায়। একজন বিশ্বাসযোগ্য এবং জ্ঞানী ব্যক্তি যদি নিয়মিত উচ্চ-মানের কন্টেন্ট প্রকাশ করে, তাহলে তার একটি অনুগত দর্শক দল তৈরি হয়।

পডকাস্ট:

অডিও-ভিত্তিক কন্টেন্ট দীর্ঘ ফর্ম আলোচনা এবং সাক্ষাৎকারের জন্য আদর্শ। এটি মানুষকে চলার পথে শিখতে সুযোগ দেয়।

ডিজিটাল দাওয়াহতে নীতি এবং দায়িত্ব

যদিও ডিজিটাল মাধ্যম শক্তিশালী, তবুও দায়িত্বশীলতা অপরিহার্য। ভুল তথ্য, প্রসঙ্গ বিহীন উদ্ধৃতি বা উস্কানিমূলক কন্টেন্ট দাওয়াহর ক্ষতি করে। প্রতিটি পোস্ট, ভিডিও

বা পডকাস্ট পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে: এটি সঠিক কিনা? এটি সময়োপযোগী কিনা? এটি প্রাসঙ্গিক কিনা? এটি উত্তম উদ্দেশ্যে শেয়ার করা হচ্ছে কিনা? এটি কী প্রভাব ফেলবে?

১৯.হিকমাহভিত্তিক সংলাপ: আধুনিক সংশয় নিরসনে যুক্তিনির্ভর দাওয়াহ কৌশল:

আধুনিক সন্দেহ এবং প্রশ্নের প্রকৃতি

তরুণরা যে সন্দেহ এবং প্রশ্নগুলো উত্থাপন করে সেগুলো ঐতিহ্যগত ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে সমাধান করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ:

- বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে সম্পর্ক।
- নারী অধিকার এবং ইসলামী শিক্ষার মধ্যে সামঞ্জস্য।
- বহুসাংস্কৃতিক সমাজে ইসলামিক নীতির প্রয়োগযোগ্যতা।
- আধুনিক নৈতিকতা এবং ইসলামিক নৈতিকতার পার্থক্য।

এই সব প্রশ্নের সমাধানের জন্য যুক্তিনির্ভর এবং চিন্তাশীল দাওয়াহের প্রয়োজন।

হিকমাহভিত্তিক সংলাপের উপাদান:

প্রথম: শ্রবণ এবং সহানুভূতি:

সংলাপের সূচনা হওয়া উচিত সত্যিকারের শ্রবণ দিয়ে। প্রশ্নকারীর সন্দেহ এবং উদ্বেগ বোঝার চেষ্টা করা। তাদের বিশ্বাস করানো উচিত যে তাদের প্রশ্ন বৈধ এবং সম্মানজনক।

দ্বিতীয়: প্রামাণিক জবাব:

উত্তরগুলো অবশ্যই কুরআন এবং সুন্নাহের উপর ভিত্তি করে হওয়া চাই, কিন্তু সেগুলো আধুনিক প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করা উচিত। একটি ১৪০০ বছর আগের আয়াত আজকের বাস্তবতায় কীভাবে প্রাসঙ্গিক তা দেখানো প্রয়োজন।

তৃতীয়: সততা সম্পর্কে:

যদি কোনো প্রশ্নের উত্তর জটিল বা অস্পষ্ট হয়, তা স্বীকার করা উচিত। "আমি জানি না, কিন্তু এটি গবেষণা করব" বলা একটি দুর্বল উত্তর তৈরি করার চেয়ে অনেক ভালো।

চতুর্থ: দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক

একটি সংলাপ সাধারণত শেষ হয় না যখন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়। তরুণরা যদি দেখেন যে তাদের প্রশ্নকারী সত্যিকারের যত্নশীল এবং ভবিষ্যতেও তারা সংলাপ চালিয়ে যেতে পারবে, তখন তারা আরও গভীরভাবে চিন্তা করে।

২০.রোল মডেল তৈরি ও ইয়ুথ ক্যাম্পিং: তরুণদের মাধ্যমে তরুণদের দাওয়াহ:

রোল মডেল তৈরি

তরুণরা সাধারণত তাদের সমবয়সীদের দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়। তাই প্রবীণ আলেমদের চেয়ে একজন হেদায়েতপ্রাপ্ত যোগ্য তরুণ অন্য তরুণদের কাছে ইসলামকে আরও সহজ ও আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরতে পারে।এমন যুবকদের সামনে নিয়ে আসা যারা একাধারে দ্বীনদার, সহিহ আকিদার অনুসারী এবং একই সাথে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে অত্যন্ত সফল।

ইয়ুথ ক্যাম্প এবং নিবিড় কর্মসূচি

বার্ষিক বা সাপ্তাহিক ইয়ুথ ক্যাম্পগুলো তরুণদের একটি নিবিড়, নিরিবিলি পরিবেশে একত্রিত করে। এখানে তারা:

- একই বয়সের অন্যদের সাথে গভীর আলোচনা করতে পারে এবং বুঝতে পারে যে তাদের সন্দেহ অনন্য নয়।
- অভিজ্ঞ নেতা এবং বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে শিখতে পারে।
- দলগত কার্যক্রম এবং খেলাধুলার মাধ্যমে নেতৃত্ব দক্ষতা বিকাশ করতে পারে।
- একটি শক্তিশালী কমিউনিটি অনুভব করতে পারে যেখানে আকিদা শুধুমাত্র কথা নয়; এটি জীবনযাত্রায় প্রতিফলিত হয়।

তরুণদের মাধ্যমে তরুণদের দাওয়াহর কার্যকারিতা

গবেষণা দেখায় যে সামাজিক প্রভাব বেশিরভাগ আমাদের বয়সের কাছাকাছি মানুষ থেকে আসে। যখন একজন তরুণ দেখেন অন্য একজন তরুণ তার সমস্যার সমাধান করেছে এবং সফল হয়েছে, তখন তিনি বিশ্বাস করেন যে এটি তার জন্যও সম্ভব। তাই, অভিজ্ঞ তরুণদের নেতা হিসেবে প্রশিক্ষণ দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সপ্তম অধ্যায়

সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং প্রতিবন্ধকতা

২১.আলেম, দাঈ ও অভিভাবকদের সমন্বিত ভূমিকা ও করণীয়

তিনটি স্তরের দায়িত্বশীল এবং তাদের অবস্থান:
তরুণদের আকিদাগত সচেতনতা বৃদ্ধিতে তিনটি স্তরের মানুষের ভূমিকা রয়েছে এবং প্রতিটির নিজস্ব দায়িত্ব রয়েছে।

আলেমদের ভূমিকা:
আলেমরা হলেন জ্ঞানের ধারক এবং প্রচারক। তাদের প্রধান দায়িত্ব হলো সঠিক আকিদা এবং ইসলামিক শিক্ষার জ্ঞান সংরক্ষণ ও প্রচার করা। আধুনিক যুগে এই ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে কারণ তরুণরা অনেক ধরনের ভ্রান্ত তথ্যের সম্মুখীন হয়। আলেমদের কর্তব্য হলো:

- সাধারণ মানুষের জন্য জটিল আকিদাগত বিষয়গুলোকে সহজ করে উপস্থাপন করা। একটি মহান আলিম তিনি নন যিনি যতবেশি জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে; বরং যিনি জটিলতাকে সরলতায় রূপান্তরিত করতে পারে।
- আধুনিক প্রসঙ্গ এবং চ্যালেঞ্জগুলোকে স্বীকার করা এবং সেগুলোর সমাধান খুঁজে বের করা।
- অন্যান্য দায়ীদের (বিশেষত তরুণ দায়ীদের) প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং নির্দেশনা প্রদান করা।

দায়ীদের ভূমিকা:

দায়ীরা আলেমদের এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সেতু। তাদের প্রধান দায়িত্ব হলো আকিদাগত বার্তা প্রচার করা এবং সম্প্রদায়ে প্রভাব বিস্তার করা। দায়ীদের কর্তব্য হলো:

- আলেমদের কাছ থেকে শিখা এবং তাদের নির্দেশনা অনুসরণ করা। একটি দায়ী যদি নিজস্ব সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ভুল দাওয়াহ দেয়, তাহলে তা সমাজে ক্ষতি সৃষ্টি করে।
- সঠিক বার্তা প্রচার করার সময় বুদ্ধিমত্তা এবং সংবেদনশীলতা প্রদর্শন করা। প্রতিটি সম্প্রদায়ের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, চ্যালেঞ্জ এবং গতিশীলতা রয়েছে। একটি সার্বজনীন বার্তা প্রতিটি স্থানে একইভাবে কার্যকর হয় না।
- মানুষের আস্থা অর্জন করা এবং তাদের মধ্যে পরিবর্তনের জন্য শক্তি সঞ্চয় করা।

অভিভাবকদের ভূমিকা:

অভিভাবকরা হলেন পরিবারের প্রথম শিক্ষক এবং আকিদার প্রথম রক্ষক। তাদের দায়িত্ব হলো:

- তাদের নিজস্ব আকিদা সুসংহত এবং শক্তিশালী করা।
- একটি আকিদাগত পরিবেশ তৈরি করা যেখানে তরুণরা তাদের সন্দেহ প্রকাশ করতে পারে। অনেক পরিবারে তরুণরা নিয়ন্ত্রক এবং কর্তৃত্বপূর্ণ পরিবেশের কারণে তাদের প্রকৃত প্রশ্নগুলো তুলতে পারে না।
- দায়ী এবং আলেমদের সাথে কাজ করা এবং তাদের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করা।

২২.ইসলামিক সংগঠন ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তরুণদের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ:

তরুণদের আকিদাগত ও নৈতিক সুরক্ষায় ইসলামিক সংগঠন এবং রাষ্ট্রীয় নীতিমালার সমন্বিত ভূমিকা অত্যন্ত জরুরি। বর্তমানে বিভিন্ন ইসলামিক সংগঠন প্রথাগত নিয়মের বাইরে গিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সেমিনার, কর্মশালা ও সংক্ষিপ্ত আকিদা কোর্সের আয়োজন করছে, যা সংশয়বাদ ও নাস্তিকতার যৌক্তিক জবাব দিতে সহায়ক হচ্ছে। পাশাপাশি, তরুণদের হতাশা ও আত্মপরিচয়ের সংকট দূর করতে তারা নৈতিক কাউন্সিলিং ও ইসলামিক লাইব্রেরি সেবা প্রদান করছে।

অন্যদিকে, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামি ও নৈতিক শিক্ষাকে আধুনিক জীবনের উপযোগী করে সাজানো আবশ্যক। একই সাথে, ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ইসলামবিদ্বেষী অপপ্রচার এবং বিভ্রান্তিকর কনটেন্ট নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় সাইবার নজরদারি জোরদার করা প্রয়োজন। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সহজ ভাষায় প্রামাণ্য ইসলামিক সাহিত্য প্রকাশ এবং মসজিদগুলোকে আধুনিক জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে রাষ্ট্র যুবসমাজকে আকিদাগত বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করতে পারে। মূলত, ইসলামিক সংগঠনগুলোর সক্রিয়তা ও রাষ্ট্রীয় কার্যকর পদক্ষেপের সমন্বয়েই তরুণ প্রজন্মের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্ভব।

২৩.দাওয়াহ কার্যক্রমের প্রতিবন্ধকতা ও তা উত্তরণের উপায়:

তরুণ প্রজন্মের মাঝে দাওয়াহ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু বাস্তবসম্মত প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, যা দূর করা দাঈ ও সমাজ সংস্কারকদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ:

হিকমাহ ও আধুনিক জ্ঞানের অভাব: অনেক দাঈর সমকালীন বিজ্ঞান, দর্শন ও তরুণদের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা থাকে না। ফলে তাঁরা যুক্তিভিত্তিক সংশয়ের জবাব কেবল একপাক্ষিক ফতোয়া বা কঠোরতা দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন।

প্রযুক্তির দুর্বল ব্যবহার: অপসংস্কৃতি ও ভ্রান্ত আকিদার ধারক-বাহকেরা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মকে যেভাবে আকর্ষণীয়ভাবে ব্যবহার করছে, ইসলামি দাওয়াহর ক্ষেত্রে সেই তুলনায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও মানসম্মত কনটেন্টের ঘাটতি রয়েছে।

আলেম ও তরুণদের মধ্যকার দূরত্ব: সামাজিক দূরত্বের কারণে সাধারণ তরুণদের সাথে আলেম সমাজের সরাসরি যোগাযোগের পথ সংকুচিত হয়েছে। ফলে তরুণেরা মনের সংশয়গুলো নিয়ে আলেমদের কাছে না গিয়ে ইন্টারনেটের বিভ্রান্তিকর উৎসগুলোকে বেছে নেয়।

উত্তরণের উপায়:

দাঈদের আধুনিক প্রশিক্ষণ: আলেম ও দাঈদের সমকালীন ফিতনা ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ে প্রশিক্ষিত করতে হবে, যেন তাঁরা তরুণদের ভাষা বুঝে পরম মমতায় ও যৌক্তিকভাবে দাওয়াত দিতে পারেন।

স্মার্ট ও ডিজিটাল দাওয়াহ: সোশ্যাল মিডিয়া, পডকাস্ট এবং শর্ট ভিডিওর সর্বোচ্চ ব্যবহার করে আকিদার মৌলিক বিষয়গুলোকে আকর্ষণীয় ভিজ্যুয়াল কনটেন্ট আকারে তরুণদের সামনে উপস্থাপন করতে হবে।

যুববান্ধব পরিবেশ ও সহানুভূতি: তরুণদের যেকোনো প্রশ্নে ধমক না দিয়ে তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। মসজিদ ও দ্বীনি মজলিসগুলোতে যুববান্ধব পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে আলেম ও সাধারণ যুবকদের মধ্যকার দূরত্ব দূর করতে হবে।

অষ্টম অধ্যায়

উপসংহার ও তথ্যপুঞ্জিকা

২৪.উপসংহার

তরুণ সমাজ যেকোনো জাতির মূল চালিকাশক্তি। বর্তমানে অপসংস্কৃতির বিস্তার, সেক্যুলার শিক্ষা এবং সোশ্যাল মিডিয়ার অপব্যবহারের কারণে তাদের একটি বড় অংশ আকিদাগত বিভ্রান্তি ও নৈতিক অস্থিরতায় ভুগছে। এই সংকট মোকাবেলায় গতানুগতিক দাওয়াহ পদ্ধতির সংস্কার এখন সময়ের দাবি। নবুয়তি দাওয়াহর কোমলতা এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক লড়াইকে ধারণ করে আধুনিক প্রযুক্তি ও যুক্তিনির্ভর সংলাপের সমন্বয় ঘটাতে হবে। তরুণদের দূরে না ঠেলে পরম মমতায় আগলে নিতে হবে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্মিলিত এবং সমন্বিত প্রচেষ্টাই কেবল পারে তরুণ প্রজন্মের হৃদয়ে বিশুদ্ধ আকিদার আলো পুনরুজ্জীবিত করতে।

২৫.তথ্যপুঞ্জিকা

১. ইসলামি আকিদা ,আইওএম।

২. আকিদাতুত ত্বহাবি বাংলা, পৃষ্ঠা ৫।

৩.https://bangla.islamonweb.net/The-reasons-for-the-decline-of-the-Muslim-nation-and-the-means-of-its-transition

৪. https://share.google/RGHzRgjrAL1NSm2WN

৫. https://share.google/x76O66b5mmalpfMnN

৬. সিরাহ।